জগতের ব্যাখ্যা

দার্শনিক আলোচনার সূচনায় হাইডেগার জগত সম্পর্কে স্বাভাবিক বা প্রাথমিক ধারণাই পোষণ করতেন। জগত Dasein-এর আবশ্যিক পরিকাঠামো গড়ে তোলে, কিন্তু আমরা জগতে যে সকল বস্তুর সম্মুখীন হই তাদের সঙ্গে Dasein-এর কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। কারণ জগতে বিশিষ্ট বস্তুগুলির অনুপস্থিতি বা অভাব সহজেই কল্পনা করা যায়। কিন্তু জগতের অনুপস্থিতি বা অভাব অকল্পনীয়। তবে বিষয়-বিষয়ীর পার্থক্য নির্ধারণ করে এই বিশিষ্ট বস্তুগুলির অস্তিত্ব। তাই Dasein-এর সঙ্গে জাগতিক বস্তুগুলির সম্পর্ক আলোচনা জরুরী। প্রথাগত দর্শনে এই সম্পর্ককে জ্ঞানিক সম্পর্ক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেদিক দিয়ে বস্তুগুলি বিষয় (object) এবং Dasein বিষয়ী (subject)। কিন্তু জ্ঞানিক সম্পর্কের উপর অত্যধিক

Scanned with CamScanner

যখন কোনো কিছু ব্যবহার করা হচ্ছে তখন ব্যবহারটিই মুখ্য এবং বস্তুটির স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য গৌণ। 'হাতুড়ি'টিকে একটি 'বস্তু' হিসাবে আমরা যত কম বিবেচনা করব এবং এটিকে উপযুক্ত স্থানে প্রয়োগের জন্য হাতুড়ির ডাণ্ডাটি যত শক্ত করে ধরব, ততই আমাদের সঙ্গে এর সম্পর্ক বেশি গুরুত্ব পাবে। 'equipment' হিসাবেই হাতুড়ির প্রকৃত সত্তা এর 'বস্তুসত্তা'র আবরণ উন্মোচন করে যোগদান করবে আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনে। হাইডেগারের মতে, বিভিন্ন সত্তা সম্পর্কে আমাদের প্রকৃত জ্ঞান সে বস্তুটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যক্ষ করার মধ্যে নিহিত নেই। প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহারের বা প্রয়োগের দ্বারাই বস্তুগুলি সম্পর্কে আমরা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করি। একটি কঠিন স্বরলিপি প্রথম বাজাবার সময় বেহালাবাদক যদি তার আঙুলের নড়াচড়ার দিকে বেশি লক্ষ্য রাখতে চেষ্টা করে, তাহলে সুরটি তুলতে তার আরও অসুবিধা হবে। আসল উদ্দেশ্য হল, সুরটি অনবরত বাজিয়ে বাজিয়ে আঙুলের চলাচলকে স্বাভাবিকভাবে প্রয়োগ করার কৌশলটিকে আয়ত্ত করা, যাতে পরবর্তীকালে সে ঐ সুরটি সহজেই বাজাতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বিশ্লেষণবাদী দার্শনিক গিলবার্ট রাইল জ্ঞানের যে দুটি প্রকারভেদ করছেন সেই কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এই দু-প্রকার জ্ঞান পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং দুটি স্বতন্ত্র উপায়ে এরা জাগতিক সত্তাগুলির সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়। প্রথম প্রকার জ্ঞানকে রাইল বলেছেন 'knowing how' এবং দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানকে বলেছেন 'knowing that'। প্রথম প্রকার জ্ঞানটি কোনো কিছুর ব্যবহারিক প্রয়োগের জ্ঞানকে নির্দেশ করে এবং দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানটি বাচনিক জ্ঞান—'বচনের সাহায্যে বস্তু হিসাবে কোনো কিছুর প্রকৃতি বর্ণনা করা'—এই প্রকার জ্ঞানের উদ্দেশ্য। রাইলের মতে ব্যবহারিক প্রয়োগের জ্ঞানকে বাচনিক জ্ঞানে পর্যবসিত করা কখনই সম্ভব নয়। হাইডেগার বলেন, বস্তুটির প্রাতিভাসিক রূপটিকে যত মনোযোগ সহকারেই পর্যবেক্ষণ করি না কেন, আমরা কখনই ব্যবহারিক প্রয়োগের যন্ত্র হিসাবে (as an equipment) বস্তুটির প্রকৃতি আবিষ্কারে সক্ষম হব না। হাইডেগারের মতে, 'ব্যবহার্য বস্তু'র (equipment) বস্তুস্বরূপটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। একটি 'বস্তুর' কিছু গুণ থাকে, অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তার কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট দেশে অবস্থান করাটাও বস্তুটির আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে একটি 'ব্যবহার্য যন্ত্রে'র (tool) ব্যবহারিক দিকটিই প্রধান এবং এটির কোনো না কোনো কাজে ব্যবহৃত হওয়াটা আবশ্যক। নিছক বস্তু হিসাবে একটি হাতুড়ি (hammer) প্রসঙ্গ নিরপেক্ষ, কিন্তু ব্যবহারযোগ্য যন্ত্র হিসাবে হাতুড়ি সর্বদাই ব্যবহারিক প্রসঙ্গের উপর নির্ভরশীল। একটি ব্যবহার্য যন্ত্র (equipment) সর্বদাই অন্যান্য যন্ত্রের অংশ—কলমদানি, পেন,

Scanned with CamScanner

কাগজ, ব্লটিং পেপার, টেবিল, ল্যাম্প, আসবাবপত্র, দরজা, জানালা, ঘর—এইসব বিভিন্ন ব্যবহারোপযোগী যন্ত্রের (equipment) সামঞ্জস্যপূর্ণ সহাবস্থান দ্বারাই একটি বিশেষ ব্যবহার্য যন্ত্র নিজেকে প্রকাশ করে। পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত যন্ত্রগুলি সামগ্রিকতার পরিপ্রেক্ষিতে আবিষ্কৃত হবার পরেই একটি বিশেষ 'ব্যবহারিক যন্ত্রে'র (equipment) প্রকাশ ঘটে। এইভাবে আমরা উপলব্ধি করি যে 'equipment' নিছক একটি বস্তু নয়, এর সম্পর্কে আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞান সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত। সমগ্র প্রসঙ্গটির উল্লেখ ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে বস্তুকে লক্ষ্য করা হয় না। বিভিন্ন equipment-কে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য আমাদের একটি বিশেষ প্রকার জ্ঞান আবশ্যক, যাকে হাইডেগার বলেছেন 'ব্যবহারিক সাবধানতা' (circumspection)।

কিন্তু বস্তু এবং 'ব্যবহারযোগ্য যন্ত্র' হিসাবে বস্তুর (equipment) মধ্যে এই পার্থক্যের জন্য একথা মনে করা ঠিক নয় যে, 'ব্যবহারযোগ্য যন্ত্র' হিসাবে বস্তুর কোনো যথার্থ জ্ঞান হয় না। প্রকৃতপক্ষে এখানে 'knowing how' বা জ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটির উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ফলত কালিক দিক থেকে পূর্ববর্তী 'knowing that' বা বাচনিক জ্ঞানের দিকটি বর্জিত হয়েছে। যদি কেউ 'হাতুড়ি' শব্দটিকে ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম হয়, তাহলেও ব্যবহারযোগ্য যন্ত্র হিসাবে হাতুড়িটির প্রয়োগের জ্ঞানই এক্ষেত্রে প্রকৃত জ্ঞানকে সূচিত করবে। ব্যবহারিক আচরণ স্বয়ং একপ্রকার জ্ঞান এবং ধারণা সংক্রান্ত জ্ঞান নিঃসৃতিমুলক (derivative)। তাত্ত্বিক জ্ঞান আর ব্যবহারিক আচরণের পার্থক্য শুধু এই নয় যে, প্রথম প্রকার জ্ঞান শুধুই নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং অন্যপ্রকার জ্ঞান কর্ম সম্পাদন করে। কার্য সম্পাদন স্বয়ং একপ্রকার দৃশ্য (sight)। তাত্ত্বিক জ্ঞান 'ব্যবহারিক সাবধানতা' ব্যতিরেকে শুধুই 'দেখা', কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এটি কোনো নিয়ম মেনে চলে না। হাইডেগার বলেন ঃ 'It constructs a common for itself in the form of a methods.'

'ব্যবহারযোগ্য যন্ত্র হিসাবে বস্তু' এবং ব্যবহারিক জ্ঞান (knowing how) প্রাথমিক, অন্যদিকে বাচনিক জ্ঞান (knowing that) নিঃসৃতিমুলক—এই মতের স্বপক্ষে হাইডেগারের যুক্তি হল, 'ব্যবহারযোগ্য যন্ত্র' হিসাবে কোনো কিছুর জ্ঞান থেকে 'নিছক বস্তু' হিসাবে জ্ঞানকে আমরা নিঃসৃত করতে পারি, কিন্তু 'নিছক বস্তু'র জ্ঞান থেকে তার সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে কোনো জ্ঞান আমরা লাভ করি না। যন্ত্রগুলি সবসময় যন্ত্রের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয় না, কারণ সেগুলি স্থানচ্যুত হতে পারে বা বিভিন্ন কারণে অব্যবহার্য হয়ে পড়তে পারে। হাইডেগার এই প্রসঙ্গটিকে (বস্তুটির স্থানচ্যুত

Scanned with CamScanner

হওয়া বা অব্যবহার্য হয়ে যাওয়া) কোনো কিছুকে 'নিছক বস্তু' হিসাবে বোঝার চাবিকাঠি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। যে বস্তুগুলি 'প্রয়োজনের সময়-হাতের-কাছে-তৈরি' (ready-to-hand) থাকে, সেগুলিকে অনেক সময়ই আমরা লক্ষ্য করি না। যে কলমটিকে আমরা লেখার জন্য ব্যবহার করছি সেটি যদি সঠিকভাবেই তার কাজ করে যায়, তাহলে তার উপস্থিতি সম্পর্কে আমরা সবসময় সচেতন থাকি না। কিন্তু হঠাৎ যদি কলমটির নিব ভেঙে যায় বা কলমটি হারিয়ে যায় বা কলমটি থেকে কালি লিক্ করে—তখনই 'বস্তু' হিসাবে সেটি নজরে আসে। এই দৈনন্দিন প্রত্যক্ষের ব্যাপারটিকে হাইডেগার একটি দার্শনিক তত্ত্বে পরিণত করেছেন। জগত সম্পর্কে আমাদের প্রাথমিক ধারণাকে তিনি 'ব্যবহারিক সাবধানতা' (circumspection) বলে বর্ণনা করেছেন। ব্যবহার্য যন্ত্রটি বিকল হয়ে যেতে পারে বা সেটি একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহারের অনুপযোগী হতে পারে। এই 'অনুপযোগিতা'কে শুধু চোখে দেখে বিবেচনা করে তার গুণগুলিকে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়, একমাত্র 'সাবধানে প্রয়োগে'র (circumspection) সাহায্যেই তা আবিষ্কার করা সম্ভব। এই অনুপযোগিতার আবিষ্কারের দ্বারাই equipment-টি সহজে প্রত্যক্ষযোগ্য (conspicuous) হতে পারে। এই সহজ প্রত্যক্ষযোগ্যতার (conspicuous) ফলে আমরা কোন বস্তুটি ব্যবহারযোগ্য আর কোনটি নিছকই 'বস্তু' হিসাবে অস্তিত্বশীল, তা উপলব্ধি করি। কিন্তু 'ব্যবহারযোগ্য বস্তুকে' (equipment thing) সর্বদাই প্রয়োজনে 'হাতের-কাছে-তৈরি' (ready-to-hand) থাকতে হবে। হাইডেগার জগতে তিন প্রকার বিঘ্নের (disruption) কথা বলেছেন, যার জন্য 'ব্যবহারিক বস্তু' নিছক বস্তুতে পরিণত হয়। প্রথমত, একটি যন্ত্র অব্যবহার্য হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ তার নির্ধারিত কাজ করতে অক্ষম হয়ে যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন লিখতে লিখতে কলমটি থেকে কালি লিক্ করতে আরম্ভ করে তখনই 'নিছক বস্তু' হিসাবে তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। দ্বিতীয়ত, ব্যবহার করার জন্য খুঁজতে গিয়ে না পেলে তখন 'ব্যবহারযোগ্য বস্তু'টির বস্তুস্বরূপকে আমরা স্মরণ করি। সাধারণত যে কলম দিয়ে লিখছি সেটির আকৃতি, রঙ বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা খুব একটা মনোযোগ দিই না। কিন্তু কলমটি যখন খুঁজতে হয়, তখন কলমটির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের মনে উদিত হয়। হাইডেগার একে বলেছেন 'অনভিপ্রেত স্মরণ' (obstrusiveness)। পরিশেষে, ব্যবহার্য বস্তুটি সবসময় যথাযথভাবে কাজ নাও করতে পারে। যখন 'ব্যবহার্য বস্তু'র জগতটি অন্য কাজের বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখনই তা আমাদের নজরে আসে। যেমন টাইপের টেবিলে রাখা স্তূপীকৃত বইগুলি আমি হয়তো লক্ষ্যই করি না, যদি সেটি আমার টাইপ করার কাজে অসুবিধার সৃষ্টি না করে। হাইডেগার এর নাম দিয়েছেন 'গোঁয়ার উপস্থিতি' (obstinacy)।

Scanned with CamScanner

এই বাধাগুলির জন্যই আমরা ব্যবহার্য বস্তুগুলিকে 'নিছক বস্তু' হিসাবে দেখতে বাধ্য হই।

সুতরাং দেখা গেল যে জগতে আমরা যে ব্যবহারযোগ্য বস্তুসমূহ (equipments) নিয়ে কাজ করি, হাইডেগার সেগুলির সত্তার উপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এগুলিকে তিনি 'হাতের-কাছে-তৈরি' (ready-to-hand) ব্যবহার্য বস্তু বলে অভিহিত করেছেন। আমরা যখন এই বস্তুগুলিকে ব্যবহার করি, সবসময় আমরা বস্তুগুলির উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকি না। কিন্তু যখনই এগুলি স্থানচ্যুত হয় বা হারিয়ে যায়, অব্যবহার্য হয়ে পড়ে বা অন্য কাজে বাধার সৃষ্টি করে, তখনই 'নিছক বস্তু' হিসাবে এদের বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাপারে আমরা সচেতন হই। 'ব্যবহারযোগ্য বস্তুগুলি' (equipments) 'নিছক বস্তু'তে পরিণত হবার অবস্থানটিকে হাইডেগার শুধুমাত্র 'হাতের-কাছে-উপস্থিতি' (presence-at-hand) বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ জগতে দু-প্রকার বস্তু আছে—ব্যবহারযোগ্য বস্তু (entities or equipments) এবং নিছক বস্তু (things)। যে কলম দিয়ে আমি লিখি তা হল 'হাতের-কাছে-তৈরি' ব্যবহার্য বস্তু (ready-to-hand-equipment), কারণ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এটি লেখার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। যদি কলমটির কালি ফুরিয়ে যায় বা স্থানচ্যুত হয় অথবা কোনোভাবে আমার অন্য কাজে বাধার সৃষ্টি করে (দৃষ্টান্তস্বরূপ কালি লিক্ করে আমার জামা বা জরুরী কাগজ নষ্ট হয়ে যাওয়া), তখন বস্তু হিসাবে পেনটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা সচেতন হব। একটি 'ব্যবহারযোগ্য বস্তু' সম্পর্কে আমার ব্যবহারিক জ্ঞান আছে, কিন্তু তার বস্তুস্বরূপের বৈশিষ্ট্যকে জানার জন্য তাত্ত্বিক বা বাচনিক জ্ঞানের প্রয়োজন। এইভাবে হাইডেগার Dasein অধ্যুষিত জগতের বস্তুসমূহকে উপস্থাপিত করেছেন।

Scanned with CamScanner